দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

স্কুলে যেতেও ভয় পাচ্ছে গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল শিশুরা

■ তাজুল ইসলাম রেজা, গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকলের সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারে উচ্ছেদ ঘটনার পর সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার সংলগ্ন সাঁওতাল পল্লী মাদারপুর ও জয়পুর পাড়ার শিশু-কিশোররা গতকাল শনিবারও স্কুলে ফিরেনি। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ জেলা-উপজেলা প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা, স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ওই এলাকায় গিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। জবাবে তাদের অভিভাবকরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

একইসঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা, বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার বিচার দাবি করেন তারা। গতকাল সকালে জেলা পুলিশ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

স্কুলে যেতেও ভয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুপার আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান, গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি সুব্রত কুমার সরকার মাদারপুরের গির্জা মাঠে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে ওই গ্রামে আসেন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুস সামাদ।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ভুবেন মাড্ডি, মার্টিয়াস মাড্ডিসহ উপস্থিত সাঁওতালরা তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান, চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে। গ্রেফতারের ভয়ে তাদের অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কর্মহীন হয়ে পড়ায় তারা খাদ্য সংকটে পড়েছে। খামার এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। এ অবস্থায় বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে তারা ভয় পাচ্ছেন।

সাহেবগঞ্জ ফার্ম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল বাকি বলেন, সবাই মিলে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সাঁওতাল পল্লীর বাচ্চারা আজ (শনিবার) বিদ্যালয়ে আসেনি। গত রবিবারের উচ্ছেদ ঘটনার পর থেকে ভয় ও আতংক না কাটায় তারা স্কুলে আসছেন না।

উল্লেখ্য, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকলের সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারে উচ্ছেদ ঘটনার পর সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার সংলগ্ন সাঁওতাল পল্লী মাদারপুর ও জয়পুর পাড়া বাসীদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা স্থবির হয়ে গেছে। তাদের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা। ভয় ও আতংকে শতাধিক সাঁওতাল শিশু-কিশোরদের স্কুল-কলেজে যাচ্ছে না। নিয়মিত কাজে ফিরতে পারছেন না সাঁওতালরা। হাট-বাজারেও যেতে পারছেন না। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। এখনও একটি পক্ষ থেকে তাদেরকে কারো কাছে মুখ না খোলার জন্য এবং কোন ধরনের আন্দোলন না করতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে দুই সাঁওতাল নিহতের ঘটনায় এখনও কোন মামলা হয়নি এবং কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে আখ কাটা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় গোবিন্দগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক কল্যাণ চক্রবর্তী বাদী হয়ে গত রবিবার রাতে ৩৮ জনের নাম উল্লেখ করে সাড়ে ৩শ জনকে আসামি দেখিয়ে মামলা দায়ের করেন। এপর্যন্ত পুলিশ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ত্রাণ বিতরণ : ক্ষতিগ্রস্ত চার শতধিক সাঁওতাল পরিবারের মাঝে গতকাল চাল ও ডাল বিতরণ করা হয়েছে। আজ ওই এলাকায় আসছেন ড. আবুল বারকাত ও আওয়ামী লীগের একটি দল।